বাংলা বিভাগ (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর)
স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন ২০২৩

Date of Examination: 17-08-2023

Sl. No.	Session	Registration No.	Roll No. PG/VUJGG21/ BNG-IIS	Name	Supervisor	Title of the Project	Signature of the examinee
1	2019-20	1120057	2	RUMA KHAMRI	DR. TANMAY SINGHA MAHAPATRA	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নির্বাচিত ছোটগল্পের প্রান্তজন	রুমা খামরী
2	2019-20	1120032	3	MANASI SING	DR. DIPANKAR MONDAL	মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে লোধাদের জীবন	Manasi Sing
3	2019-20	1180015	6	ASTAMI DEY	DR. DIPANKAR MONDAL	শিশুসাহিত্যে সুকুমার রায়	Astami Dey
4	2022-23	VP221190426	9	MANIMALA HAZARI	DR. BAISHAKHI KUNDU	শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের সমাজ বাস্তবতা	Manimala Hazari
5	2019-20	1180110	11	MOUMITA MANDAL	DR. BAISHAKHI KUNDU	সুবোধ ঘোষের ছোট গল্প বিষয় বৈচিত্র্য	Moumita Mandal
6	2019-20	1480196	12	SOUMEN MANDAL	DR. TANMAY SINGHA MAHAPATRA	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নির্বাচিত ছোটগল্পে মুসলমান সমাজ	Soumen Mondal
7	2019-20	1160120	13	NILIMA DAS	DR. BAISHAKHI KUNDU	বিষয় বৈচিত্র্যে বনফুলের ছোটগল্প	Nilima Das
8	2019-20	1480236	14	SUSMITA CHANDRA	DR. TANMAY SINGHA MAHAPATRA	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে সমাজবাস্তবতা	Susmita Chandra 17.08.20
9	2019-20	1500136	15	SANGITA KAMILA	DR. TANMAY SINGHA MAHAPATRA	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লোটাকম্বল উপন্যাসে সামাজিক মূল্যবোধ ও তার উপস্থাপন	Sangita Kamila 17.08.2023
10	2019-20	1500124	17	RIYA ROUT	DR. TANMAY SINGHA MAHAPATRA	রমাপদ চৌধুরী নির্বাচিত ছোটগল্পে নির্যাতিতা নারী	Riya Rout

BNG-20G
ATTENDENCE LIST

JHARGRAM RAJ COLLEGE
বাংলা বিভাগ (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর)
স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন ২০২৩

Date of Examination: 17-08-2023

Sl. No.	Session	Registration No.	Roll No. PG/VUJGG21/ BNG-IIS	Name	Supervisor	Title of the Project	Signature of the examinee
11	2019-20	14675	20	NUPUR KARAN	DR. BAISHAKHI KUNDU	ছোটগল্পকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবীন: সংগ্রাম আর বাস্তব উত্তরণ	Nupur Karan
12	2019-20	1480102	24	MANISHA NAYEK	DR. BAISHAKHI KUNDU	বিমল করের জীবনদৃষ্টি: প্রসঙ্গ ছোটগল্প	Manisha Nayek 17-08-2023
13	2019-20	1480025	25	BEAUTY KUNDU	DR. DIPANKAR MONDAL	শরৎচন্দ্রের নির্বাচিত ছোটগল্পে শিশু - কিশোর চরিত্র	বিউটি কুন্ডু
14	2019-20	1480062	26	JAYANTA DAS	DR. DIPANKAR MONDAL	সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত ছোটগল্পে অন্ত্যজ শ্রেণী	জয়ন্ত দাস
15	2019-20	1480067	27	JOYDIP SAHU	DR. DIPANKAR MONDAL	উত্তর-পূর্ব ভারতের জনজাতির জীবন যাত্রা: প্রসঙ্গ বিমল সিংহের নির্বাচিত উপন্যাস	জয়দীপ সাহু
16	2019-20	1180032	29	CHANDRA MANDAL	DR. DIPANKAR MONDAL	প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্পে প্রতিফলিত দেশভাগের স্বরূপ।	Chandra Mandal
17	2019-20	1440082	30	PRAVABATI MAHATA	DR. BAISHAKHI KUNDU	হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে দেশভাগ ও দাঙ্গা	Pravabati Mahata
18	2019-20	1560486	31	NAYANA MAHATA	DR. BAISHAKHI KUNDU	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনবাস্তবতা	Nayana Mahata
19	2019-20	1310404	32	SATHI MAHATA	DR. TANMAY SINGHA MAHAPATRA	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ	সাথী মাহাত

BNG-20G

ATTENDENCE LIST

JHARGRAM RAJ COLLEGE

বাংলা বিভাগ (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর)

স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় সত্রার্ধ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ২০২৩

Date of Examination: 17-08-2023

Sl. No.	Session	Registration No.	Roll No. PG/VUIGG21/ BNG-IIS	Name	Supervisor	Title of the Project	Signature of the examinee
20	2019-20	1180087	33	MALA SHIT	DR. DIPANKAR MONDAL	বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা উপন্যাসে বিধবাবিবাহ	Mala Shit
21	2019-20	1180134	36	PALLABI SHIT	DR. BAISHAKHI KUNDU	বিশেষত নকশালবাড়ী আন্দোলন ও সমরেশ মজুমদার	Pallabi Shit
22	2019-20	1180033	37	CHHITAMONI HEMBRAM	DR. DIPANKAR MONDAL	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে গ্রাম-প্রকৃতি	
23	2019-20	1460137	38	TAPATI MAHATA	DR. TANMAY SINGHA MAHAPATRA	শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের নির্মাণ শৈলী	Tapati Mahato

স্নাতকোত্তর বাংলা,দ্বিতীয় ষণ্মাসের পাঠ্যসূচিভুক্ত BNG-205 পত্রের অন্তর্গত গবেষণাধর্মী প্রকল্পপত্র রচনা

গবেষণাধর্মী প্রকল্পের শিরোনাম

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে বিষয় বৈচিত্র্য

গবেষকের নাম

মৌমিতা মণ্ডল

ক্রমিক সংখ্যা: PG/VUJGG21/BEN-IIS 011

রেজিস্ট্রেশন সংখ্যা: 1180110 OF 2019-2020

শিক্ষাবর্ষ: 2022-23

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক. বৈশাখী কুন্ডু

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

বাংলা বিভাগ

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

২০২৩

Scanned with CamScanner

ঘোষণাপত্র

আমি, শ্রী/শ্রীমতী **মৌমিতা মণ্ডল** ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের স্নাতকোত্তর স্তরের দ্বিতীয় ষণ্মাসের শিক্ষার্থী। স্নাতকোত্তর বাংলা, দ্বিতীয় ষণ্মাসের পাঠ্যসূচিভুক্ত BNG-205 পত্রের অন্তর্গত গবেষণাধর্মী প্রকল্পপত্র হিসেবে আমি যে বিষয়টি নির্বাচন করেছি তার শিরোনাম হল— '**সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে বিষয় বৈচিত্র্য**'। এই গবেষণামূলক প্রকল্পটি আমি ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. বৈশাখী কুণ্ডু-এর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। সম্পূর্ণ সজ্ঞানে আমি ঘোষণা করছি যে, BNG-205 পত্রের পরীক্ষার জন্য লিখিত '***সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে বিষয় বৈচিত্র্য***' শীর্ষক প্রকল্পপত্র বিষয়ক আমার চিন্তা সম্পূর্ণ মৌলিক এবং অন্য কোনও গবেষকের গবেষণা-কর্ম বা রচনা থেকে এই প্রকল্পপত্রের বিষয়বস্তু স্বীকৃতিহীনভাবে আত্মসাৎ করিনি।

মৌমিতা মণ্ডল
গবেষকের স্বাক্ষর

ক্রমিক সংখ্যা: PG/VUJGG21/BEN-IIS 011
রেজিস্ট্রেশন সংখ্যা: 1180110 OF 2019-2020
শিক্ষাবর্ষ 2022-23
DATE: 17/08/2023

Scanned with CamScanner

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

বাংলা বিভাগ (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর)

ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২১৫০৭

শংসাপত্র

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের স্নাতকোত্তর স্তরের দ্বিতীয় ষণ্মাসের শিক্ষার্থী শ্রী/শ্রীমতী '*মৌমিতা মন্ডল*' তার '*সুবোধ ঘোষের ছোট গল্পে বিষয় বৈচিত্র্য*' শীর্ষক প্রকল্পপত্রটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছে। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা, দ্বিতীয় ষণ্মাসের পাঠ্যসূচিভুক্ত BNG-205 পত্রের অন্তর্গত এই গবেষণাধর্মী প্রকল্পপত্রটি, আমার বিচারে, পরীক্ষণের পক্ষে উপযুক্ত।

Baishakhi Kundu

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

Scanned with CamScanner

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুসারে 205 তম পত্রের জন্য প্রকল্পের বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছি - 'সুবোধ ঘোষের ছোট গল্পে বিষয় বৈচিত্র্য'। এখানে সুবোধ ঘোষের ছোট গল্পে তৎকালীন সময় ও সমাজ, নগরজীবন ও গ্রাম্যজীবনের দ্বন্দ্ব, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি বিষয় অনুসন্ধানে ব্রতী হলাম।

এই প্রকল্পটি রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা ড. বৈশাখী কুণ্ডু এবং বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক ড. দীপঙ্কর মণ্ডল, ড. অজয় সিংহ মহাপাত্র, ওঁনাদের কাছে থেকে অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের নির্দেশনা এবং অভিভাবকত্বে আমার প্রকল্পটি রূপায়ণ করা সম্ভব হয়েছে। তাই তাঁদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

এছাড়াও আমি কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ আমার সহপাঠী এবং ইন্টারনেট ব্যবস্থার প্রতি। তাই সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

বিনীত
মৌমিতা মণ্ডল
PG 2nd Semester
ক্রমিক - PG/VUJGG21/BEN-115 সংখ্যা ০১১
রেজিস্ট্রেশন - ১১৮০১১০
বর্ষ - 20১৯ - 2020

Baishakhi Kundu
তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

তারিখ 14.8.23

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
প্রকল্পের সারসংক্ষেপ	৬
প্রকল্পের লক্ষ্য	৭
পূর্ব গবেষণার নিরীক্ষা	৮
ভূমিকা	৯
আলোচনা	
প্রথম অধ্যায়	১০ - ১৭
তৎকালীন সময় ও সমাজ	
দ্বিতীয় অধ্যায়	
নগরজীবন ও গ্রাম্যজীবনের দ্বন্দ্ব	১৮ - ২২
তৃতীয় অধ্যায়	২৩ - ৩২
ফুলেজীর মনোবিকলন	
চতুর্থ অধ্যায়	৩৩ - ৩৮
মূল্যবোধের অবক্ষয়	
উপসংহার	৩৯ - ৪০
গ্রন্থপঞ্জি	৪১

সারসংক্ষেপ

দ্বিতীয় বিশ্বমহাসমর যখন তার প্রচণ্ড যান্ত্রিক অগ্রগতি নিয়ে জীবন নব মেঘমন্দ্রে ব্যাপৃত তখন বাংলা সাহিত্যে 'অযান্ত্রিক' গল্প নিয়ে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার আত্মপ্রকাশ করলেন সুবোধ ঘোষ। এই গল্পটি সুবোধ ঘোষ ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন দিকটাকে সার্থক ভাবে উপস্থাপন করেছেন। গল্পটির মধ্যে মানুষ এবং যন্ত্রের মধ্যে যে সম্পর্ক তিনি এঁকেছেন তার পরিচয় ছিল কারখানা সম্পর্কহীন বাঙালি পাঠকের কাছে তখনও একেবারে অজানা ছিল। তাঁর 'ফসিল' গল্প বিষয়বস্তুর দিক থেকে কেবল নতুন নয়, সমসাময়িক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হওয়ার আগে কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে প্রজাবিদ্রোহ দেখা দেয়, যার পিছনে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস এবং বামপন্থী সকলেরই সমর্থন ছিল। তিনি তার ছোট গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

সুবোধ ঘোষ এর কিছু ছোট গল্পের মধ্যে দেখি যে, সমাজ তার স্বাভাবিক ন্যায় - অন্যায়বোধ তথা মনুষ্যবোধ একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে। 'পরশুরামের কুঠার' গল্পে ধনিয়া যার স্তন্য পান করে অসুস্থ মালিকের শিশুরা প্রাণ ফিরে পেয়েছে, তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় তাকে সমাজচ্যুত করতে কারোর বিবেক বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেনি। শুধু তাই নয় তার ছোট গল্পগুলির মধ্যে নগরজীবন ও গ্রাম্যজীবনের দ্বন্দ্বও পরিস্ফুটিত হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য

চল্লিশের দশকের প্রতিভাবান ও জনপ্রিয় লেখক সুবোধ ঘোষ মানুষের অন্তর্লোক ও বহির্লোকের বিচিত্র চোরাগলি আর ক্লেদাক্ত রহস্য উন্মোচনে আগ্রহী হয়ে রচনা করেছেন বেশ কিছু গল্প। সুবোধ ঘোষের দু-একটি ছোট গল্প ইতিপূর্বে পড়ার পর তাঁর গল্প সম্পর্কে আমার আগ্রহ জাগে। প্রথম যে গল্পটি আমাকে, - আমার চেতনাকে নাড়া দেয় সেটি হল সুন্দরম। আর 'সুন্দরম' গল্পের আকর্ষণেই আমি শ্রেষ্ঠ গল্পের অন্য গল্পগুলিও পড়ে ফেলি প্রায় এক নিঃশ্বাসে। গল্পের ভুবন থেকে সরিয়ে সুবোধ ঘোষ যেন পাঠককে নিয়ে যান - অন্য এক জগতে, যে জগৎ আমাদেরই পৃথিবীর মাটির কাছের সংস্পর্শে। এরপর আমি আমার গবেষণায় বিষয় ঠিক করতে আর দেরী করিনি। আমার তত্ত্বাবধায়ক ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ এর বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা বিশাখী কুন্ডু আচার্য্য নিয়ে কাজটিকে ত্বরান্বিত করে ফেলি। তাঁর অসামান্য প্রেরণা এবং সহযোগিতায় সুবোধ ঘোষ সম্পর্কিত নানা তথ্য ও তত্ত্বের দিকে নজর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

Scanned with CamScanner

পূর্ব গবেষণার নিরীক্ষা

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর ছোট গল্পের জয়যাত্রা আমাদের চোখে পড়ে। জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকের পর বাংলা ছোট গল্পের ধারায় এলেন সুবোধ ঘোষ। সুবোধ ঘোষ এই সব লেখকের ধারণা থেকে অন্য ধারায় নিয়ে গেলেন ছোটগল্পকে। সুবোধ ঘোষের অনন্যতা চিহ্নিত হয়েছিল তাঁর প্রথম লেখা গল্পেই। 'অযান্ত্রিক' লেখার আগে তিনি কলমই ধরেননি। তাঁর জীবনী পর্যালোচনায় দেখা গেছে, এই গল্প লেখার আগে সাহিত্য সংক্রান্ত কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার অবকাশ বা সুযোগ ইতিপূর্বে তাঁর জীবনে ছিল না। জীবন ও জীবিকার বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমুদ্রের ঝুলিটি পূর্ণ করে একটু বেশি বয়সেই কলকাতায় থিতু হয়েছিলেন সুবোধ ঘোষ। তার ছোট গল্পের ব্যাখ্যা তত্ত্বের মাধ্যমে বোঝানো অসম্ভব।

ভূমিকা

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলা ছোট গল্প তার স্ব মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। বাংলা ছোট গল্পের এই সমৃদ্ধি কারো একক প্রচেষ্টার ফল নয়। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর ছোটগল্পের এই সম্ভাবনা বিশেষ করে চোখে পড়ার মত। জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দিলেন এই ক্ষেত্রে। সমৃদ্ধতর হল বাংলা কথাসাহিত্যের ধারা। এলেন সুবোধ ঘোষ। কিন্তু সুবোধ ঘোষ, — জগদীশ গুপ্ত, তারাশঙ্কর বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পথে হাঁটলেন না। ইতিহাসের সঙ্গে সমসাময়িকের সমন্বয় ঘটিয়ে সুবোধ ঘোষ বাঙালির মধ্যবিত্ত জীবনকে দেখলেন এবং দেখালেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে। নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে নতুনভাবে লিখলেন বাঙালির নাগরিক জীবনের গল্প।

সুবোধ ঘোষের ছোট গল্প গুলি পাঠ করলে দেখা যায় যে, তৎকালীন সময় ও সমাজের চিত্র। সেই সঙ্গে আমাদের মূল্যবোধ দিকটিও অঙ্কিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন দিকটিও ধরা পড়ে।

('সুবোধ ঘোষের ছোট গল্পে বিষয় বৈচিত্র্য' বিষয়ক গবেষণা অভিসন্দর্ভটির প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে 'তৎকালীন সময় ও সমাজ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে- নগরজীবন ও গ্রাম্যজীবনের দ্বন্দ্ব' এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে - 'ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন'। চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে - 'মূল্যবোধের অবক্ষয়'। অবশেষে উপসংহার অংশে আমরা সমগ্র আলোচনার মূল বক্তব্য তথা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অঙ্কনের মধ্য দিয়ে প্রকল্পের মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

Scanned with CamScanner

প্রথম অধ্যায়

তৎকালীন সময় ও সমাজ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সুবোধ ঘোষ (১৯০৯ - ১৯৮০) বাংলা ছোট গল্পে ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হিসাবে উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে পরিচিত। সেই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪ - ১৯১৮), যা বাংলা তথা ভারতীয় ভৌগোলিক সীমারেখা থেকে বহুদূরবর্তী দেশ ইউরোপে প্রত্যক্ষভাবে সংঘটিত হলেও তার প্রভাব পড়েছিল সমগ্র পৃথিবী জুড়ে। বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে বিশ্বের জনজীবনে প্রথম একটি আকস্মিক বিপর্যয় নেমে আসে। সেই বিপর্যয়ে মানুষের প্রচলিত বিশ্বাস, মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা নিমেষে তলিয়ে যায়। ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের মানুষের কাছে অপ্রত্যক্ষ হলেও তার পরোক্ষ প্রভাব বিভিন্নভাবে এদেশের জনজীবনে অঙ্কিত হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে পৃথিবীর প্রান্তিক দূরত্ব অভাবনীয় ভাবে কমে গেছে। আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি দেশ পারস্পরিকভাবে রাজনীতি ও অর্থনীতির বন্ধনে আবদ্ধ। ফলে ব্রিটিশ উপনিবেশের শাসনের মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বার্তা ও প্রতিক্রিয়া বাংলার মাটিতে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিয়েছে বাঙালি জনজীবনকে। সমাজ জীবনেও তার অভিঘাতজনিত রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। প্রমথ চৌধুরী যথার্থই বলেছেন - 'এত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় সমাজের কি আর্থিক, কি রাজনৈতিক সকল ব্যবস্থারই জোড়া আলগা হয়ে গেছে।' (১) ফলত এই বিশ্বযুদ্ধ পাশ্চাত্যবাসীর মনে যে হতাশ্বাস, অস্থিরতা

'উচলে চড়িনু' গল্পে মানবতাবোধহীন এক নীতি-ভ্রষ্ট যুবকের পরিচয় পাই। দত্ত কোম্পানীর অভ্রখনির ওভারম্যান দিনেশ মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা চাকুরে। এজন্য কোনো কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা তাকে পাত্র হিসাবে উপযুক্ত মনে করেন না। বাধ্য হয়েই দিনেশ অসামাজি-কতার চোরাপথ দিয়ে উর্ধ্বমুখী বেড়ায়। তার জীবনে এসেছে দুটি নারী একজন খনির কর্মচারী বিলাসী অপরজন বেদের মেয়ে তারা। বিলাসী তাকে সত্যি সত্যিই ভালোবাসে, অথচ বেদের মেয়ে তারা প্রেমের অভিনয় করে। তার মূল লক্ষ্য হলো অর্থ। ইরানী মেয়ে তারার রূপ ও অভিনয়ে মুগ্ধ দিনেশের কাছে স্থূল ও রুক্ষ চেহারার বিলাসী অপাংক্তেয় হয়ে যায়। কিন্তু তারাকে পেতে গেলে অর্থের দরকার। তাই অভ্রখনি থেকে অভ্রচুরি করতে পাঠায় বিলাসীকে। বিলাসীর সাহায্যেই সে কল্যাপন জোগাড় করবে। টাকার জোগাড় হলো ঠিকই। কিন্তু একদিন অভ্রখনির বিষের ধোঁয়ায় বিলাসী মারাত্মকভাবে জখম হলো, আর অন্যদিকে ইরানী মেয়ে তারা সব টাকা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায়।

মধ্যবিত্ত সমাজের নীচতা কাপুরুষতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতার পরিচয় পাই 'লোভাঙ্কুর' নামক গল্পটিতে। মেরুদণ্ডহীন স্বার্থপর শিক্ষিত যুবকের কাহিনী এটি। মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারের অর্থনীতিতে এম, এ পাশ বেকার যুবক অঙ্কুরের অবস্থান মনে হয় পারিবারিক স্নেহ প্রীতি, ভালোবাসা প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়ী বুদ্ধিমাত্র। তাই মুরারি পরকলার অনুসার মিলে ক্যাশমুন্সীর চাকরি নিয়ে বাঁচল। কিন্তু সেখানে ও চাকরিতে কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তাই কাজে অভিমানে সকালের ফুল, মালিকপক্ষের মতো লোভিত মুকুন্দ

কুড়মিং নেমিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। শুধু তাই নয় তার বোন রুক্মিণীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাদের সাথে ছাড়িয়া যায়। বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে না বলে চিঠি ছিঁড়ে ফেলে। কিন্তু আত্মসর্বস্ব অর্থান্বেষী, সুখবাদী, কলিকাতার ভদ্র-সন্তান সম্প্রদায়ের সঙ্গে নেটিবদের নেমিয়ারদের যে কত তফাৎ তা পরিষ্কার হলো মিলমালিকের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘাত বাধল যেদিন। অনশনে ও অনাহারে ঝুঁকেছে যাওয়া কোমল নেমিয়ার লেখায় অতীর মতো ঋজু ও কঠিন হয়ে দাঁড়াল। গোত্রহীন মানুষের সেই বিদ্রোহী রূপ দেখে আঁতকে উঠল উচ্চগোত্র শিক্ষিতের সন্তান। মালিক শ্রমিকের একটা সামান্য দলাদলির মধ্যে যে এতবড় অরিন্দম যে কল্পনাও করতে পারেনি। তাই নেতা হবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে শ্রমিকদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে রাতারাতি ভীত শিয়ালের মতো পালিয়ে গেল। সুতোমিলে অরিন্দমের সঙ্গে গল্পের হাঁস চুরি করে খাওয়া শিয়ালের চরিত্রের অদ্ভুত মিল দেখা যায়। সম্প্রুর ঘোড়া থেকে নেমে স্রোতের ধারে বসে আঁজলা ভরে জল খেল। সেরকমেরই হাঁস চুরি করে একটা শেয়াল ভেজা বালির ওপর বসে ঠোঁটের রক্ত চাটছিল। তবে জল খাবার জন্য স্রোতে মুখ নামালো।

ড. জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন – ‘লোভাতুর দলে অর্থলোভে মানুষের অধঃপতন আরো শোচনীয়, আত্মা বিক্রয়। --- এ কাহিনী একটি বিশেষ জাতি মানুষেরই অধঃপতনের কাহিনী। কিন্তু এ যুগের অর্থসর্বস্বতার একটি সামগ্রিক পরিণাম বর্ণনায় লেখকের সন্ধানী দৃষ্টি বিপ্লবী বৈবিজ্ঞানের সমুজ্জ্বল

স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছে।" (২)

অনেক শিক্ষিত যুবকের নৈতিক অধঃপতনের কাহিনী ('সুন্দরম' লেখক সুবোধঘোষ তার অধঃপতনের কাহিনী বিবৃত করেননি, নিজের সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করার জন্য নারীহত্যা করতে ও যে সে দ্বিধা করেনি সে কাহিনীও তিনি সুনিপুণ ভাবে বর্ণনা করেছেন।

লাশকাটা ঘরের কৈলাস ডাক্তারের শিক্ষিত ছেলে সুকুমার ইন্দ্রিয়কে বশে রাখার জন্য উপন্যাস পড়ার সময় চন্দন ও কর্পূরের আঘ্রাণ নেয়। একসময় তার মধ্যে আসক্তির ঘোর কেটে যায়। তাই তার বিবাহের জন্য, বংশ, বিত্ত, শিক্ষা ও রুচি দেখে মেয়ে বাছাই করা হয়। কিন্তু কোনো মেয়েকেই সুকুমারের পছন্দ হয় না। কিন্তু এই শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের সংযম ও সৌন্দর্যবোধ কতটা ঠুনকো যে তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন দেখা যায় যে কুৎসিত দর্শন ভিখারিনী তুলসী প্রতি আসক্ত হয়। এর ফলে তুলসীর গর্ভে এল সন্তান। এবার ভয় পেল সুকুমার। সমাজে যে তার মুখোশ খুলে যাবে। তার মান সম্মান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা সব ধুলোয় মিশে যাবে। তাই বিষ প্রয়োগ করে ভ্রূণ ও নারী হত্যা করতে দ্বিধা হলো না সুকুমার। নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় লক্ষ করা যায় সুকুমারের চরিত্রে। অন্যদিকে কৈলাস ডাক্তার মানুষের আভ্যন্তরীণ দেহের কারণসন্ধানে দেখতে পেলেন তীব্র বিষক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটেছে তুলসীর ও তার জরায়ুস্থিত ভ্রূণরূপী শিশুর। তিনি তাকে বিদ্রূপে

Scanned with CamScanner

এই হত্যা দেখতে থাকেন। বেদনায় তার অন্তর হৃদয় আর্তনাদ করে ওঠে। অন্যদিকে মধু ডোম বলেন আসল সুন্দরী পাত্রীর মুখ দেখলেন।

'সুন্দরম' গল্প প্রসঙ্গে ড. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার যে মন্তব্য করেন তা প্রণিধানযোগ্য -

"আমাদের সামাজিক নীতিবোধ, আভিজাত্যবোধ বা সৌন্দর্যবোধের বাইরের চেহারাটা বিশেষ পরিস্থিতিতে কত অসহায় যে হয়ে পড়ে তা সুবোধ ঘোষের হাতে যে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে তা প্রায় তুলনাহীন। আর কথার কারণ সেক্ষেত্রেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যেই একমাত্র তুলনাস্থল।" (৩)

---

(১) সর্বাণী ভট্টাচার্য, সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকায়, ১৯৪৯ সালে, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা : পৃ ৬-৭

(২) সর্বাণী ভট্টাচার্য, সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকায়, ১৯৪৯ সালে, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা, পৃ: ৭-৮

(৩) ওরা থাক, ১ম ৩২, ১৩৯৮ সালে প্রকাশিত ড. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, পৃ. ২৮

উপসংহার

কল্লোল-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের এক অনিবার্য লেখক সুবোধ ঘোষ। তাঁর আবির্ভাবকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন জীবিত; এছাড়া বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ কথাসাহিত্যিক তখন স্বীয় প্রতিভার গুণে প্রতিষ্ঠিত ও উজ্জ্বল। এরকম কথাসাহিত্যের এক বর্ণাঢ্য, আলোকিত পরিমণ্ডলে সুবোধ ঘোষ বাংলা কথাসাহিত্য-এর ধারায় যুক্ত করলেন নতুন সুর ও স্বর; যা তাঁকে বিশিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছে নিঃসন্দেহে। প্রখর কালচেতনা; বিভিন্ন জীবনবোধ, বিস্তৃত জীবনাভিজ্ঞতা আর সৃজনশীল প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে বিষয়গত ভিন্নতা সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, আদিবাসী জনসমাজ, লোক-উদ্ভূত কিংবদন্তি ও মৌখিক ইতিহাস থেকে সমাজতত্ত্ব, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন প্রভৃতি বিষয় তাঁর ছোটগল্পে উঠে এসেছে। তাঁর সাহিত্যে বাস্তব জগতের লোকেদের আনাগোনা খুব বেশি। শুধু মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত নয় সমাজের অন্ত্যজশ্রেণীর লোকেরাও তাঁর সাহিত্যে সমান গুরুত্ব পেয়েছে। 'সুন্দরম' গল্পে উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি কিংশুক ডাক্তারের ছেলে সুকুমার, 'গোত্রান্তর'- গল্পের নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সঞ্জয়, 'ফসিল'-এ সমাজের অবহেলিত, নির্যাতিত শ্রমিক, মজুর শ্রেণী, 'বারবধূ' গল্পে বারবনিতা পতিতাবৃত্তির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

সুবোধবাবু সাহিত্যে বাস্তবতার কাহিনী লিখে থেমে যাননি, তাঁর রচনা ক্রমশ সমালোচনামূলক বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। 'গোত্রান্তর' ও 'রতনলাল সুনার মিলের' কর্মচারীদের

সেই বিশ্বাসঘাতকতা করে পলায়নরত তৃষ্ণার্ত সন্তানের জলপানের সেই জল চুরি চুরি করে খাওয়া ভিখারিদের জলপানের তুলনা করে মধ্যবিত্ত সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

সুবোধ ঘোষের কোনো গল্প বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনার পর আমরা দেখতে পাই শহর জীবন এবং গ্রাম্য জীবনের মধ্যে এক সূক্ষ্ম পার্থক্যের চিত্র। কবি যদিও খুব সচেতন ভাবে তার লেখার মাধ্যমে নগর ও গ্রাম্য জীবনের পার্থক্য সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেনি তবুও তার লেখার মাধ্যমে বারে বারেই ফুটে উঠেছে নগর জীবন ও গ্রাম্য জীবনের জীবনযাত্রার সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব।

সুবোধ ঘোষের গল্পে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। মানুষের জটিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, তার বিচিত্র রূপান্তরের এক নিরাসক্ত নিপুণ পর্যবেক্ষক সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফ্রয়েডের মনোবিকলনবিদ্যা আশ্রয় করে এ ধারার গল্পে লেখক নর-নারীর মনোলোকের নানামাত্রিক অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণসূত্রে তাদের জীবনের সংকট ও জটিলতার উন্মোচনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

সুবোধ ঘোষের বৈচিত্র্যসন্ধানী শিল্প-অন্বেষা সুতরাং বস্তুবিশ্ব ও মনোবিশ্বের অনুসন্ধানে সংবেদনশীল। তাই তাঁর গল্প সমূহে তৎকালীন সমাজ ও সময়, নগরজীবন ও গ্রাম্যজীবনের দ্বন্দ্ব, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন, এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় নিবিড় ভাবে পরিস্ফুট। এ ক্ষেত্রে তাঁর গৌরব ও বিশিষ্টতা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

১) সুবোধ ঘোষের গল্পসংগ্রহ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, জানুয়ারি, এপ্রিল ও জুন ১৯৯৪

সহায়ক গ্রন্থ

১) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল-যুগ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ত্রয়োদশ প্রকাশ; আশ্বিন ১৩৯৩/১৯৮৬

২) অমল ভক্তির রায় : সমীক্ষা ও অনুসন্ধান, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

৩) উজ্জ্বল কুমার মজুমদার : তারকাক, ১৩৯২ ১৩৯৮ সালে প্রকাশিত, কলিকাতা

৪) সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প, জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, প্রকাশ ভবন, ১৯৪৯

৫) নিতাই বসু (সম্পা): সুবোধ ঘোষ : প্রবন্ধাবলী, সাহিত্যলোক, কলিকাতা প্রথম প্রকাশ 2000

৬) প্রমথ চৌধুরী : প্রবন্ধ সংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলিকাতা, ১৯৮৬

৭) বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৮৫

৮) সুনীল কুমার চক্রবর্তী, ছোটগল্পের সুবোধ ঘোষ ; প্রকাশ ভবন, কলিকাতা ; প্রকাশকাল উল্লেখ নেই।

স্নাতকোত্তর বাংলা,দ্বিতীয় ষণ্মাসের পাঠ্যসূচিভুক্তBNG-205পত্রের অন্তর্গত গবেষণাধর্মী প্রকল্পপত্র রচনা

গবেষণাধর্মী প্রকল্পের শিরোনাম

সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত ছোটগল্পে অন্ত্যজ শ্রেণী

গবেষকের নাম

জয়ন্ত দাস

ক্রমিক সংখ্যা:-PG/VUJGG21/BEN-IIS 025
রেজিস্ট্রেশন সংখ্যা:-1480062
শিক্ষাবর্ষ:-2019-2020

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক :-ড. দীপঙ্কর মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

বাংলা বিভাগ
ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ
২০২৩

২০২৩

ঘোষণাপত্র

আমি, শ্রী/শ্রীমতী:-**জয়ন্ত দাস**, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের স্নাতকোত্তর স্তরের দ্বিতীয় ষণ্মাসের শিক্ষার্থী। স্নাতকোত্তর বাংলা, দ্বিতীয় ষণ্মাসের পাঠ্যসূচিভুক্তBNG-205 পত্রের অন্তর্গত গবেষণাধর্মী প্রকল্পপত্র হিসেবে আমি যে বিষয়টি নির্বাচন করেছি তার শিরোনাম হল– **সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত ছোটগল্পে অন্ত্যজ শ্রেণী**। এই গবেষণামূলক প্রকল্পটি আমি ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক **ড. দীপঙ্কর মন্ডল** -এর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। সম্পূর্ণ সজ্ঞানে আমি ঘোষণা করছি যে, BNG-205 পত্রের পরীক্ষার জন্য লিখিত **সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত ছোটগল্পে অন্ত্যজ শ্রেণী** শীর্ষক প্রকল্পপত্র বিষয়ক আমার চিন্তা সম্পূর্ণ মৌলিক এবং অন্য কোনও গবেষকের গবেষণা-কর্ম বা রচনা থেকে এই প্রকল্পপত্রের বিষয়বস্তু স্বীকৃতিহীনভাবে আত্মসাৎ করিনি।

জয়ন্ত দাস

গবেষকের স্বাক্ষর

ক্রমিক সংখ্যা:-PG/VUJGG21/BEN-IIS 025

রেজিস্ট্রেশন সংখ্যা:-1480062

শিক্ষাবর্ষ:-2019-2020

তারিখ: 17/08/2023

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ
বাংলা বিভাগ (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর)
ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২১৫০৭

শংসাপত্র

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের স্নাতকোত্তর স্তরের দ্বিতীয় ষাণ্মাসের শিক্ষার্থী শ্রী/শ্রীমতী:-**জয়ন্ত দাস**, তার '**সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত ছোটগল্পে অন্ত্যজ শ্রেণী**' শীর্ষক প্রকল্পপত্রটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছে। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা, দ্বিতীয় ষাণ্মাসের পাঠ্যসূচিভুক্তBNG-205 পত্রের অন্তর্গত এই গবেষণাধর্মী প্রকল্পপত্রটি, আমার বিচারে, পরীক্ষণের পক্ষে উপযুক্ত।

দীপঙ্কর মণ্ডল ২৭/৮/২৩

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ২০৫ তম পত্রের জন্য প্রকল্পের বিষয় বেছে নিয়েছি – "সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত ছোটগল্পে অন্ত্যজ শ্রেণী", এই প্রকল্পটি রূপায়নের ক্ষেত্রে আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. দীপঙ্কর মণ্ডল মহাশয় এবং বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকা তথা ড. অময় সিংহ মহাশয়, ড. বৈশাখী কুন্ডু তাঁদের থেকে অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের নির্দেশনায় এবং অভিভাবকত্বে আমার প্রকল্পটি রূপায়ন করা সম্ভব হয়েছে, তাই তাঁদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

অনুরূপও আমি কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ আমার সহপাঠী এবং লাইব্রেরী কর্মচারীর প্রতি। তাই সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

বিনীত
জয়ন্ত দাস
PG 2nd Semester
Roll- PG/VUJGG21/BEN-115
No- 026
Reg No- 1480062
of 2019-2020

তত্ত্বাবধায়কের সাক্ষর

তারিখ –

-: সূচিপত্র :-

: বিষয় :	: পৃষ্ঠা সংখ্যা :
ভূমিকা :-	6-8
প্রথম অধ্যায় :- অন্ত্যজ শ্রেণী : স্বরূপ নির্মাণ	9-11
দ্বিতীয় অধ্যায় :- টীকাত্ত রশ্মিতের ছোটগল্পে অন্ত্যজ শ্রেণী	12-24
তৃতীয় অধ্যায় :- অন্ত্যজ শ্রেণীর যাপনচিত্র : প্রসঙ্গ টীকাত্ত রশ্মিতের ছোটগল্প	25-29
চতুর্থ অধ্যায় :- বাংলা ছোটগল্পে অন্ত্যজ শ্রেণী	30-36
পঞ্চম অধ্যায় :- উপসংহার	37-38
গ্রন্থপঞ্জি :-	39

ভূমিকা

সময় নিয়ত চলমান, সঙ্গে মানুষও। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে, মানুষের মনের খোরাক যোগাতে যোগাতে লেখকের লেখনিও আজ আগের থেকে অনেক কদমই এগিয়ে। আজকের এই উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে মানুষ অনেক এগিয়ে; তাই লেখকদের কলম থেকে বেরিয়ে আসছে বিচিত্র ধাঁচের সব সাহিত্য। হয়তো সব সাহিত্য সব পাঠকের উপযোগী নয়, তবুও লেখকেরা লেখার কোন ঘাটতি রাখেন না, পুজো সংখ্যার বা কোন পত্র-পত্রিকার লেখা গুলির দিকে তাকালেই তার নিদর্শন পাওয়া যায়। বিশেষ করে ছোটগল্প। ছোটগল্পের বিষয় যে কত বিচিত্র হতে পারে কিংবা সামান্য তুচ্ছ বিষয়কে অবলম্বন করে লেখকেরা ছোটগল্পের সৃষ্টি নির্মাণ করেন – যাঁরা ছোটগল্পের বিষয়ে একটু আধটু খোঁজ খবর রাখেন তারা সহজেই বোঝেন, তবে সব লেখককেই যে লিখতে হবে বলে লেখেন তাই নয়। লেখকদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা সুনির্দিষ্ট বিষয়কে অবলম্বন করেই সাহিত্যের কায়া-নির্মাণ করেন। তাঁদের রচনায় যেমন সুনির্দিষ্ট বিষয় আছে, তেমনি সুনির্দিষ্ট সেই বিষয়কে অবলম্বন করে কাহিনির গতি-প্রকৃতি নির্দিষ্ট খাতে প্রবহমান। আমার আলোচ্য ঠিক ও রাখিত-নির্দিষ্ট সেই ধাঁচেরই গল্পকার, যিনি সুনির্দিষ্ট বিষয়কে অবলম্বন করেই গল্পের শরীর নির্মাণ করেছেন, তাঁর প্রতিটি গল্পের বিশেষ কোন বিষয় তো আছেই, তেমনি বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত সেই জনগোষ্ঠীর ভাব-ভাষা-সংগীত সমৃদ্ধ অন্যান্য

জীবনযন্ত্রণাকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন।

ষাট ও সত্তরের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতার কালে তরুণ প্রজন্মের অধিকাংশের মনে দেশের বাস্তব পরিস্থিতির অন্যায় ও অসাম্যের চিত্রটি গভীর ভাবে দাগ কেটেছিল। ফলে এই দুই দশকের সামাজিক ও রাজনৈতিক জটিলতার মধ্য দিয়ে যে সমস্ত সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখার রসদ খুঁজে নিয়েছিলেন, স্বাভাবিকভাবে তাঁদের অবলম্বন হয়েছে দেশের দরিদ্র শ্রেণীর জনগোষ্ঠী ও বহু যুগ ধরে চলা তাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের ইতিহাস। স্বাভাবিক ভাবেই এই লেখকদের ভাব-ভাবনা নাগরিক জীবনকে ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে গ্রামীণ জনপদে, সেইসব মানুষ ও মানুষের জীবন তাঁদের রচনায় উঠে এসেছে যাদের সঙ্গে সমাজের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ক্ষীণ সম্পর্ক, সুদের জালে জড়াতে যারা অসহায়, নিজস্ব পেশা জীবিকা থেকে অপসারিত হতে হতে নিঃস্বপ্রায়; ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য কায়িক শ্রম ভিন্ন যাদের আর কোন গত্যন্তর নেই - এরাই আসলে তাঁদের বেশিরভাগ গল্পেরই অবলম্বন। নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসতে রাজনৈতিক দল কখনো গরীব মানুষের অবস্থা ফেরাতে আগ্রহী নয়, তারা কেবল ভোটই চায় - এই সব সত্য কিছুটা হলেও উঠে এসেছে তাদের গল্পগুলিতে। লেখকদের বেশিরভাগই যেন কোনো বিশেষ বিষয়কে অবলম্বন করেই সাহিত্য সৃষ্টি করেন - সেখানে দারিদ্র্য-পীড়িত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি শহরে বাস করা ভিটেমাটিহীন গরিব মানুষদের কথাও বলে গেছেন লেখকেরা।

সৈকত রক্ষিতের উপন্যাস যেমন পুরুলিয়ার মানুষদের জীবনযাপনকে আশ্রয় করে রচিত, ছোটগল্প ঠিক তেমনি। উপন্যাসে যেখানে গোষ্ঠীজীবনের প্রাধান্য, ছোটগল্পে একটু হলেও ব্যক্তিজীবন মুখ্য হয়ে উঠেছে, তবে তা সম্পূর্ণ অন্ত্যজ জীবনের প্রতিচ্ছবি। যে অনুচ্চ জীবনের কথা তিনি তাঁর ছোটগল্পে বলে চলেন, তা নির্দিষ্ট কোনো দিকের নয় - তা মানভূম পুরুলিয়ার। বস্তুত যে পুরুলিয়াকে কেন্দ্র করে তিনি সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত করেছিলেন আজও তাকেই তিনি সন্তানের মতো আঁকড়ে থেকেই সাহিত্যচর্চা করে চলেছেন। ছোট্ট এক একটি বিষয়কে অবলম্বন করে কী অসামান্য দক্ষতায় তিনি কাহিনির বয়ন প্রস্তুত করেছেন, ব্যক্তি চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব অপেক্ষা কোন নির্দিষ্ট বিষয় ঐ জনজাতির উপর কিভাবে ক্রিয়াশীল, সেখানে মানুষ কত অসহায়, নিরুপায় হয়ে সব কিছু মেনে নিতে বাধ্য, তাদের অস্তিত্বের সংকট, সর্বোপরি সমাজের মাতব্বর শ্রেণীর আত্মবিনোদনের দিকটিও কত নিষ্ঠুর, লোভী, স্বার্থপর তিনি তা ফুটিয়ে তুলেছেন চমৎকারভাবে।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার :

টিনকত রশ্মিত জীবন পথিক। পুরুলিয়ার পথে চলতে চলতে ; সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে মিশতে মিশতে তাদের বিচিত্র সব জীবন-জীবিকার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন তিনি, সেই অভিজ্ঞতারই অনিবার্য ফসল তাঁর ছোটগল্পগুলি, যে মানুষগুলির কথা তিনি তার ছোট-গল্পের আধারে ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের কাছে প্রতিদিনের বাঁচার জন্য খাদ্য-সংস্থান, প্রতি মুহূর্তের সংকট, দারিদ্র্য ও বাসস্থান কোন অর্থেই অতি মানুষের ভাবনাতে নয়। তবুও তারা বাঁচে, নিজেদের প্রাত্যহিক কাজ-কর্ম সবই বজায় রাখে, এমনকি পরিবর্তের আশে নতুন কিছু। এসব নিয়ে তাদের কোন অভিযোগ নেই। গল্পকার খুব নির্মম ভাবে দেখিয়েছেন পুরুলিয়ার এই প্রান্তিক মানুষগুলোর বংশানুক্রমিক বৃত্তি অবলোপের কারণগুলি, উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যা, বিজ্ঞানের নব্য অগ্রগতি আর তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার আগ্রাসনে এইসব মানুষগুলি তাদের প্রকৃতি আপন আদিম সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে, নিজস্ব সুপ্রাচীনকালের সংস্কৃতিকে হারিয়ে ফেলছে। কিন্তু তা নিয়ে তাদের কোন দোলাচলতা নেই। আসলে এই নিরন্ন মানুষগুলো কোন মতে শুধু একটু বেঁচে থাকতে চায়, তা যে কোন মূল্যেই হোক। সেখানে তাদের বংশানুক্রমিক বৃত্তি থেকে তারা উৎখাত হচ্ছে কি না কিংবা তারা তাদের নির্দিষ্ট কোন জীবিকা থেকে উৎখাত হচ্ছে কি না সেদিকে তাদের কোন খেয়াল থাকে না।

সৈকত রক্ষিতের উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র কিছুটা মুখ্য হয়ে উঠেছে। 'আড়াই চাল'. 'জোনাকির', 'সুখোদয়', 'নকশাল জীবন' গল্পের অলংকারময় মুখ, কুড়ু মেয়েরা ও তার সাঁওতাল রাখালের দেবনাথ, নখিল মাহাত, ভীমা মুড়ার শেখরের মুক্তি মুখে তাড়িত পেলেও অনেকে যে কোনো সে কোনো শ্রেণী চরিত্রের প্রতিনিধি থেকে মাহু, কুঁড়ি, সাঁওতাল সমাজের অর্থনৈতিক সামাজিক সংকট, সাংস্কৃতিক ও সংস্কৃতি তেমন সমস্যা, অবৈধ প্রেম সামাজিক সম্পর্ক; অন্ধ কু-সংস্কার, পিতা-পুত্রের, ভাই-ভাইয়ের দ্বন্দ্ব এসবের কিছুই তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। দুর্বল মুহূর্তে আবার সংস্পর্শ করতে যাদের অন্তরের সাথ পাওয়া যেতে পারে, তাদের কাছে প্রাপ্য সব দেওয়ার অবসর হয় না। অন্যদিকে তিনি পরিবর্তনশীল বাংলার গ্রাম সমাজকে দেখাতে চেয়েছিলেন সমাজ বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে, তাই এদিক থেকে সৈকত রক্ষিত সাহিত্যিক, একজন সমাজ বিশ্লেষকও বটেন।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ :-

১। সৈকত রক্ষিত, ২০১৫, উত্তরকথা, শারুল, কলকাতা

২। মহাশ্বেতা দেবী, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রমা, কলকাতা

৩। সমরেশ বসু, ১৯৫৮, বাছাই গল্প, মণ্ডল বুক, কলিকাতা

সহায়ক গ্রন্থ :-

১। https://ir.nbu.ac.in>bitstream, 14/06/2023

২।

স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় ষন্মাস

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির অন্তভুক্ত BNG 205

পত্রের অন্তভুক্ত গবেষণাধর্মী প্রকল্প রচনা

প্রকল্প পত্রের শিরোনাম

বিমল করের জীবনদৃষ্টি : প্রসঙ্গ ছোটগল্প

গবেষক

নাম - মণীষা নায়েক

পঞ্জিকরণ সংখ্যা - ১৪৮০১০২ বর্ষ - ২০১৯ - ২০২০

ক্রমিক - PG/VUJGG21/BEN-IIS সংখ্যা - ০২৪

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. বৈশাখী কুন্ডু

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত

:ঘোষণাপত্র:

আমি, শ্রীমতী মণীষা নায়েক, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের স্নাতকোত্তর স্তরের দ্বিতীয় সম্মাসের শিক্ষার্থী, স্নাতকোত্তর বাংলা, দ্বিতীয় সম্মাসের পাঠ্যসূচিভুক্ত BNG-205 পত্রের অন্তর্গত গবেষণাধর্মী প্রকল্পপত্র হিসেবে আমি যে বিষয়টি নির্বাচন করেছি তার শিরোনাম হলো – '**বিমল করের জীবনদৃষ্টি : প্রসঙ্গ ছোটগল্প**'। এই গবেষণামূলক প্রকল্পটি আমি ঝাড়গ্রাম রাজকলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. বৈশাখী কুন্ডু মহাশয়া-এর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। সম্পূর্ণ সজ্ঞানে আমি ঘোষণা করছি যে, BNG-205 পত্রের পরীক্ষার জন্য লিখিত '**বিমল করের জীবনদৃষ্টি : প্রসঙ্গ ছোটগল্প**' শীর্ষক প্রকল্পপত্র বিষয়ক আমার চিন্তা সম্পূর্ণ মৌলিক এবং অন্য কোনও গবেষকের গবেষণা – কর্ম বা রচনা থেকে এই প্রকল্পপত্রের বিষয়বস্তু স্বীকৃতিহীনভাবে আত্মসাৎ করিনি।

মণীষা নায়েক
গবেষকের স্বাক্ষর

ক্রমিক সংখ্যা – PG/VUJGC21/BEN-IIS, 024
রেজিস্ট্রেশন সংখ্যা – 1480102 of 2019-20
শিক্ষাবর্ষ — 2022 - 23
তারিখ — 17.08.23

: শংসাপত্র :

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের স্নাতকোত্তর স্তরের দ্বিতীয় ষন্মাসের শিক্ষার্থী শ্রীমতী মনীষা নায়েক তার '**বিমল করের জীবনদৃষ্টি : প্রসঙ্গ ছোটগল্প**' শীর্ষক প্রকল্পটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছে। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা, দ্বিতীয় ষন্মাসের পাঠ্যসূচিভুক্ত BNG-205 পত্রের অন্তর্গত এই গবেষণাধর্মী প্রকল্পপত্রটি, আমার বিচারে, পরীক্ষণের পক্ষে উপযুক্ত।

Baishakhi Kundu.

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী ২০৬তম পত্রের জন্য প্রকল্পের বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছি -'বিমল করের জীবনদৃষ্টি : প্রসঙ্গ ছোটগল্প'।এই প্রকল্পটি রূপায়নের ক্ষেত্রে উৎসাহ এবং প্রেরণা দিয়েছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. বৈশাখী কুন্ডু মহাশয়া।এছাড়াও বিভাগের অন্যান অধ্যাপক তথা ড. তন্ময় সিংহ মহাপাত্র, বিভাগীয় প্রধান ড. দীপঙ্কর মন্ডল মহাশয়ের কাছ থেকেও অকুন্ঠ সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের নির্দেশনা এবং অভিভাবকত্বে আমার প্রকল্পটি রূপায়ন করা সম্ভব হয়েছে। তাই এঁনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

এছাড়াও আমি কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ আমার সহপাঠীদের প্রতি। তাই সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

Baishakhi Kundu

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

তারিখ- 14.8.23.

বিনীত

মনীষা নায়েক

PG 2nd Sem

Roll - PG/VUJGG21/BEN-115

No - 024

Reg No - 1480102

of 2019-2020

: সূচিপত্র :

: বিষয় : : পৃষ্ঠা সংখ্যা :

সারসংক্ষেপ :	৬
গবেষণার উদ্দেশ্য :	৭
গবেষণার পূর্বনিরীক্ষা :	৮
ভূমিকা :	৯-১০
প্রথম অধ্যায় :	
-বিমল করের ছোটগল্পে জীবন ও মৃত্যু	১১-১৫
দ্বিতীয় অধ্যায় :	
-বিমল করের ছোটগল্পে নারী	১৬-২০
তৃতীয় অধ্যায় :	
বিমল করের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবন ও সংকট	২১-২৪
চতুর্থ অধ্যায় :	
-প্রেম ও বিমল করের ছোটগল্প	২৫-২৬
উপসংহার :	২৭-২৮
গ্রন্থপঞ্জি :	২৯

: সারসংক্ষেপ :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে সাহিত্যের আঙিনায় বিমল কর প্রবেশ করেন ছোটগল্পের হাত ধরে। এক দিকে বিশ্বযুদ্ধের দামামা, অপরদিকে স্বাধীনতা আ-ন্দোলনের উচ্ছ্বাস, একদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা অপর দিকে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের প্রতি সমর্থন, অন্যপক্ষে বিরোধিতা, একদিকে অর্থাভাব, বেকারত্ব, দারিদ্র্য অপর দিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মন্বন্তর — কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। এই সময়কালকে ও ব্যক্তি মানুষের প্রকৃত স্বরূপকে যাঁরা সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রয়াস নিয়েছিলেন তাঁর মধ্যে বিমল কর অগ্রগণ্য সাহিত্যিক হিসেবে বর্তমান ছিলেন। ছোট গল্পের দিক থেকে আমরা তাঁদের যে পরিচয় পেয়েছি তাই এই চারটি পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে।

: প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

সাহিত্য জীবন নির্ভর। জীবন ও জগতের নানা বিষয়কে সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন সচেতন সাহিত্যিক। সেই সাহিত্য ধর্ম-নির্ভর হোক বা রাজনৈতিক, সামাজিক, কাল্পনিক যাই হোক না কেন সাহিত্যিকের চতুর্পাশ্বের জগৎ ও নিজের জীবনভাবনার প্রতিফলন সাহিত্যকে দেয় পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকার এবং এভাবেই ঘটে সম্পূর্ণতা। সাহিত্যিক তাঁর বক্তব্য বিষয়কে বা মনের অনুভূতিকে নানা পরিস্থিতির মাধ্যমে অর্থাৎ নানা কাহিনীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে চান। এইভাবে কাহিনী বা গল্প বা ঘটনার উত্থাপন লক্ষ্য করা গেছে সমস্ত সাহিত্যে। আমার এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি হলো—

এক; তখনকার সময়কালে মানুষের নিজের মধ্যে জীবন ও মৃত্যুর সংগ্রাম এবং তা বারবার কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা তা এই প্রকল্পের তুলে ধরার চেষ্ট করেছি।

দুই; নারী সম্পর্কে সমাজ এবং মানুষের মনোভাব কীরূপ তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

তিন; মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন ও সংকটের যে লড়াই তা দেখানো হয়েছে।

চার; প্রেমের বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

: পূর্বগবেষণার নিরীক্ষা :

প্রত্যেক মানুষ ও শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্যের কারনে একই বিষয়বস্তু বিচিত্রভাবে উপস্থাপিত হয় এবং আত্মোপলব্ধির স্বাতন্ত্র্যে ভিন্ন মাত্রার স্বাক্ষর রাখে শিল্প কর্মের মধ্যে দিয়ে। এ কারনে গল্পে প্রতিফলিত কাহিনী, চরিত্রের বিকাশ, রসপরিণতি, মননধর্মিতা, আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস, প্রেমভাবনা, মৃত্যুচেতনা ইত্যাদি যে কোন দিক দিয়ে সমকালীন গল্পকারদের মধ্যে মিল লক্ষ্য করা গেলেও জীবনদৃষ্টির তারতম্যে বৈচিত্র্যও লক্ষিত হয়।

বিমল করের সমকালীন গল্পকারদের মধ্যে উল্লেখ্য যোগ্য হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু প্রমুখ আরও অনেক বিশিষ্ট গল্পকার। সকল গল্পকার বয়সের মাপকাঠিতে বিমল করের সমবয়স্ক না হলেও সাহিত্য রচনার দিক থেকে এঁরা ছিলেন সমসাময়িক এবং জনপ্রিয়তার অধিকারী। বিমল করের গল্পে উপস্থাপিত তৎকালীন সমাজচিত্র, ব্যক্তি জীবন মানব সম্পর্কের রূপায়নের ক্ষেত্রে এই গল্পকার দের সঙ্গে তাঁর মিল ও অমিল পরিলক্ষিত হয়।

বিভিন্ন গবেষকের গবেষণাতে তাই বারেবারে মধ্যবিত্ত জীবন, নারী, প্রেম, জীবন ও মৃত্যু এই বিষয়গুলি গবেষণার বিষয় হয়েছে।

-: ভূমিকা :-

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ছোটগল্প অর্বাচীন হলেও তার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। উনিশ শতকের শেষার্ধে প্রকৃতপক্ষে এর জন্ম হলেও বলিষ্ঠ, সাহিত্য - মাধ্যম হিসেবে এই ছোট গল্প শতাধিক বর্ষের মধ্য দিয়ে নানা পরিবর্তনেও মানুষের মনে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। আধুনিক ব্যস্তজীবনে এর গ্রহণযোগ্যতা অত্যন্ত বেশি একথা বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে একুশ শতকের প্রথম দশকেও মানবজীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে এবং জীবনচিত্র প্রতিফলনের মাধ্যমে ছোটগল্প হয়ে উঠেছে প্রকৃতপক্ষে জীবনেরই দর্শন। বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন ছোটগল্প এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে প্রচলিত আছে, সেই কারণে ছোটগল্প পাঠককে যথার্থভাবে ভাবিত করতে পারে তার, তার ইঙ্গিতময়তা পাঠকের মনে দীর্ঘব্যাপ্ত ভাবনার রেশ রেখে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন চল্লিশের দশকে সাহিত্যক্ষেত্রে ছোটগল্পের হাত ধরে আবির্ভূত হন কথা সাহিত্যিক বিমল কর। রবীন্দ্রনাথের হাতে সৃষ্টি হয়ে বহু লেখকের হাত ধরে এগোতে এগোতে ছোটগল্প তখন পরিপূর্ণ। বিমল কর এইসময় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন ব্যক্তি মানুষের প্রকৃত পরিচয় দানের মধ্য দিয়ে। তিনি মানুষের জীবনকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে, অনুভব করেছেন তাদের চিন্তার শরিক হয়ে। অকারণ কল্পনা বিলাসের পথ ছেড়ে দিয়ে বাস্তবসম্মতভাবে মানবের অন্তরজগতে প্রবেশ করে খুঁজে এনেছেন নানা অনুভববেদ্য ধারণা, সমালোচনা করে নয়, উপেক্ষা করে নয়, তিনি সহানুভূতির মাধ্যমে মানুষের জীবনকে দেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর জীবনদৃষ্টির

মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে আধুনিক পরিস্থিতিতে মানব জীবনের সর্বাঙ্গ রূপ। সেখানে হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-যন্ত্রণা, প্রত্যাশা-অসহায়তা, সাফল্য ব্যর্থতার ছবি ফুটে উঠেছে। মৃত্যু ও নিয়তি তাড়িত জীবনে অশেষ যন্ত্রণা ভোগের পরও মানুষ যে আশাবাদী হয়ে উঠতে পারে তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। জীবন ভোগের মধ্য দিয়ে জীবন বরণের প্রত্যাশায় তাঁর চরিত্রগুলি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

আমার গবেষণার প্রথমেই তাঁর ছোটগল্পে জীবন-মৃত্যুর দিকটি কেমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা তুলে ধরেছি। এরপর আলোচনায় একে একে স্থান পেয়েছে নারী, প্রেম এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন ও সংকট। বিমল করের ছোটগল্প আলোচনা করতে গিয়ে উপলব্ধি করি তাঁর বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা, জীবনের বিভিন্ন সময়ের নানা ভাবনা ও উপলব্ধির প্রকাশ তিনি তাঁর ছোটগল্পগুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিমল করের ছোটগল্পে জীবন ও মৃত্যুঃ

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোটগল্পের সৃজনশীল ধারায় এক যুগান্তকারী স্রষ্টা রূপে বিমল কর সর্বজননন্দিত। পঞ্চাশের দশকে বাংলা ছোটগল্পে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন তিনি। তিনি তাঁর গল্পের মধ্যে জীবন জিজ্ঞাসাকে প্রাধান্য দিতে শুরু করেন। তাঁর কাছে গল্প হয়ে ওঠে আত্মআবিষ্কার এবং আত্মবিশ্লেষনের উপায়। বিমল করের 'শ্রেষ্ঠগল্প' এর ভূমিকায় সাগরময় ঘোষ লিখেছেন—"মানুষের মনের মধ্যে ডুব দিয়ে তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করে তিনি যে দর্পনটি তুলে ধরেন, তাতে আমরা সকলেই নিজেদের দেখতে পাই।"[১] বিমল করের গল্প পাঠককে বারেবারে সচেতন করে দেয়। জীবনকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হলে তাকে দেখতে হবে মৃত্যুর পটভূমিকাতে। জীবন ও মৃত্যু যেন একই মুদ্রার দুই পিঠ। একটিকে বাদ দিলে অপরটির রং ফিকে হয়ে আসে।

পঞ্চাশের দশকে লেখা বিমল করের গল্পগুলির আধার ছিল মানুষের চেতনসত্তায় বাইরের আচরণে, মনের মধ্যে ঘটে চলা ঘটনার মধ্যে জটিলতার অনুসন্ধান। যার উপর মানুষের সচেতন ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রন নেই বললেই চলে — অনেক সময় তার জীবনে নানা জটিলতা, গভীর সমস্যা সৃষ্টি করে।

বিমল করের ছোটগল্পে নারী :

মহিলাদের প্রতি বিমল করের সশ্রদ্ধ সহানুভূতি ছিল। তাই তাঁর গল্পে মহিলারা এক বিশাল অংশ জুড়ে আছেন। সুধাময় - এর মত পুরুষ চরিত্র তাঁর ছোটগল্পে কমই পাই। জিনি (বরফসাহেবের মেয়ে), আঙুরলতা, অশোকা (আর এক জন্ম অন্য মৃত্যু), রেণু (অশ্বত্থ), অতসী (শীতের মাঠ), শিবানী (আমরা তিন প্রেমিক ওভুবন), নিরুপমা, অনুপমা (দুই বোন) ইত্যাদি নারীচরিত্রের সমাগম দেখতে পাওয়া যায় তাঁর গল্পে।

বিমল করের বেশ কিছু গল্পে উঠে আসছে মানহারা মানবীর ছবি। আমাদের সমাজে মেয়েরা অনাদৃত। দুইবোন, পার্ক রোডের সেই বাড়ি, আর এক জন্ম অন্য মৃত্যু — প্রভৃতি গল্প এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দুইবোন গল্পে নিরুপমা আর অনুপমা দুই বোন। ষোল আর আঠারো। তাদের মা শৈল। "আইবুড়ো ধুমসো দুই মেয়ে পাথর হয়ে বুকে বসে আছে মার। বয়স বেশি হলে যে কাজে আসত, নিরু- অনুর সেই ভাই ফটিক মাত্র ন' বছরের। শৈলের কাছে এটা একটা প্রকান্ড পরিহাস। ফটিক যদি আঠারোয় পড়ত এই ভাদ্রতে, উনি বলে হাতে পায়ে ধরে ঢুকিয়ে দিতে পারতেন মাল খালাসের অফিসে। .... এমনই ভাগ্য শৈলের, ফটিকটাই পেটে এল শেষে।"[১]

অভাবের সংসারে আবহমান কালের চোখ নিয়ে মেয়েদেরকে দেখা হয় এভাবেই। দু বোন মায়ের বুকের পাথর, বাপের বোঝা।

বিমল করের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবন ও সংকট :

বিমল করের ছোটগল্পগুলিতে মধ্যবিত্ত জীবনের ছবিও পরিস্ফুট হয়েছে। ইঁদুর গল্পে দেখা যায় যতীন এবং মলিনার আসানসোল শিল্প শহরে দারিদ্র্যের কারণে কুড়ি টাকায় ছোট, কিছুটা অপরিচ্ছন্ন ঘর ভাড়া নেওয়া এবং মলিনার নিপুন গৃহস্থালির সংসারে সার্বিকভাবে শ্রী ফিরে আসার ছবি এখানে অঙ্কিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে কাজের সন্ধানে মানুষের শহরমুখী মনোবৃত্তি, শহরে স্থানাভাব, সুযোগ সন্ধানি মানুষের অর্থ রোজগারের মত্ততার পাশাপাশি দারিদ্র্যের সাথে হাসিমুখে লড়াই করার জীবনদর্শনের ছবি যতীন ও মলিনার সংসারে বর্তমান। "কুড়ি টাকা এক রকম তো সস্তাই, যে আসানসোলের আর আছে নাকি। যুদ্ধের হিড়িকে আসানসোলের জমিগুলো সোনা হয়ে গেল। আর বাড়ি – তা যেমনই হোক, মানুষকে বাঁচতে হলে চালচুলো রাখতেই হবে। খড়ের ছাউনি, খোলার চাল, টিনের চালা — চোখের পলকে এক একটা রাজত্ব বনে গেল। এই শালার ঘর তিন বছর আগে তিন টাকাতেও ভাড়া হত না। আর .... এখন"[৭] যতীনের এই ভাবনা তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে একান্ত ভাবেই বাস্তবিক।

এই বাস্তব চিত্র মলিনার আচরণের মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়। রেশন ও বাজারের জন্য মাত্র সাত টাকা সে যতীনের হাতে দিতে পারে। পনেরো দিন এর রেশন যে পাঁচ টাকায় হয় না তা তারা ভালো করেই জানে, তবু সংসারের অভাব ঘোচানোর

প্রেম ও বিমল করের ছোটগল্প:

প্রেমের ক্ষেত্রে দেহ ও মন কোনটার বেশী প্রয়োজনীয়তা এই তাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তর না খুঁজে মানুষের জীবন ও মনের সন্ধান, বিশেষত মানসিক আকাঙ্ক্ষার ময়না তদন্ত করে ভাবনার নির্যাসটুকু লেখক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। অনেকেই বলে থাকেন আধুনিক পৃথিবী ব্যক্তির পৃথিবী। তাই ব্যক্তিমানসের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বই আধুনিক সাহিত্যের বিশেষ চর্চিত বিষয় হয়ে উঠেছে। বিমল করের ছোট গল্পে প্রেম মনস্তত্ত্বের দিকটি প্রস্ফুটিত হয়েছে।

'বকুলগন্ধ' গল্পটিতে একটি নারীর অন্তরে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব তার ফেলে আসা দিনের স্মৃতি রোমন্থনে বা অতীত চারিতার নিরিখে রূপ পেয়েছে এবং এরই সূত্র ধরে অবচেতন মনের সক্রিয়তার তার মানসিক অসুস্থতার ছবি অঙ্কিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র অঞ্জনা শারীরিক অসুস্থতার পরিবর্তনে এসেছে; তার পিত্রালয়ে। এখানে পূর্বতন প্রেমিক শ্যামলের হঠাৎ উপস্থিতিতে এবং পরিচিত প্রকৃতির অনুষঙ্গে তার ফেলে আসা দিনের অচরিতার্থ প্রেমের স্মৃতি প্রকট হয়ে উঠেছে। অঞ্জনার ডাক্তার স্বামী সুধাংশু ও ছোট্ট মেয়ে মিন্টু এবং তার চার বছরের দাম্পত্য জীবন এক লহমায় ভেসে গেছে স্মৃতির স্রোতে। ভোর রাতে দেখা স্বপ্নে আকাঙ্ক্ষিত সেই স্পর্শমাধুরী অচেনা সেই মানুষটির প্রতি অনুরক্ত করে ফেলে অঞ্জনাকে। অঞ্জনা বুঝতে পারে বহু চেনা সেই রহস্যময় স্পর্শসুখের সাথে যে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত, সে তার অচরিতার্থ প্রেমের প্রেমিক শ্যামল।

: উপসংহার :

বিমল কর চারের দশক থেকে নয়ের দশক পর্যন্ত যে সাহিত্য রচনা করে গিয়েছেন, তাঁর জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্য তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। জীবনের পথ চলার সাথে সাথে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তাঁর ছোটগল্পে তা তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর এই রচনায় যেমনভাবে চোখে দেখা জগতের কথা ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি সেই অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনদর্শনের রসে জারিত হয়ে সৃষ্টি করেছে এক অনুভূতিময় জগৎ। এই জগতে সাধারণ মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ বাস্তব জগতের ওম্ দেখে সাধারণ মানুষের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে। তাই কাহিনীর পাশাপাশি চরিত্রগুলিও যথাযোগ্য সময়ের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

বিমল করের গল্পে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে তা বহুবিধ। জীবনকে নানা দৃষ্টিকোন থেকে দেখার প্রচেষ্টা তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছিল। সে সময়ের পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে সচেতন সাহিত্যিক হিসেবে তিনি তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে ভাবগত ও গঠনগত কিছু পরিবর্তনও এনেছিলেন। এই দিক থেকে তাঁর গল্পগুলি অনেকবেশি বৈচিত্র্যমন্ডিত। তবে এটাও বলে রাখা জরুরি, তিনি গল্পে যেভাবে মানবমনের অন্তর-রহস্য এর সন্ধানী শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন, এই বৈশিষ্ট্যগুলিই তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

বিমল কর তাঁর লেখক জীবনে ছোটগল্পের প্রতি অনুরাগবশত বহু পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন। বার বার পত্রিকা প্রকাশের দু:সাহস দেখিয়েছেন। এই প্রয়াস তাঁর অবসর জীবনে 'গল্পপত্র' নামক গল্পের পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমেও ব্যাখ্যাত হয়। কিন্তু বিমল কর তাঁর সমকালে আরও কিছু গল্প আন্দোলন যেমন — হাংরি জেনারেশন, নিম সাহিত্য, শাস্ত্র বিরোধী গনতন্ত্র ও চাকর সাহিত্য বিরোধী প্রভৃতি গল্প আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হন নি। জীবনের শুভ বোধের প্রতি আস্থা রেখে তার প্রতিফলনও ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে।

পরিশেষে বলা যায় বিমল করের গল্পে যে চরিত্রগুলি এসেছে তারা সাধারন মানুষের প্রতিনিধি। আধুনিক জীবনের জটিলতার আবর্তে এই চরিত্রগুলিও এসে পড়েছে। তাদের জীবনের গভীরে জীবনবাদী প্রত্যয়ের সন্ধানই লেখকের জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্যের সাথে একাত্ম হয়ে উঠেছে।

: গ্রন্থপঞ্জি :

আকরগ্রন্থ:

১। বিমল কর, বিমল করের পঞ্চাশটি, আনন্দ পাবলিশার্স, 2020, পৃ

২। বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪,

৩। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠগল্প, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮,

সহায়ক গ্রন্থ:

১। বিমল কর, সময় অসময়ের উপাখ্যানমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৪

২। বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ২০১৮

২৯.০৫.২৩